Dr. Sumita Dutta

অনুমান প্রমাণ ও অনুমিতির লক্ষণ ব্যাখ্যা

অনুমান প্রমাণ (প্রমাণ)

↓

অনুমিতি জ্ঞান (প্রমা)

তর্কসংগ্রহে অনুমিতির লক্ষণ বলা হয়েছে → 'পরামর্শজন্য: জ্ঞানম্ অনুমিতি'

এখন পরামর্শের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নম্ভট্ট বলেছেন

→ 'ব্যাপ্তি বিশিষ্টে পক্ষধর্মতা জ্ঞান'

↓

এখানে দুটি জ্ঞান আছে → ব্যাপ্তি জ্ঞান ও পক্ষধর্মতা জ্ঞান

ব্যাপ্তি জ্ঞান → হেতু ও সাধ্যের সাহচর্য নিয়ম

অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে হেতু থাকবে, সেখানে সাধ্য থাকবে' যেমন যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি, যেমন রান্নাঘর রান্নাঘর

পক্ষধর্মতা জ্ঞানে → পক্ষে হেতুর অবস্থিতির জ্ঞান যে

অর্থাৎ পক্ষে যে হেতু আছে, তার জ্ঞান।

উদাহরণ :- পর্বতে যে ধূম আছে।

উদাহরণের সাহায্যে অনুমিতির লক্ষণটি বোঝা যাক :- 'পর্বত বহ্নিমান যেহেতু তা ধূমবান'

১। দূর থেকে আমরা দেখলাম যে পর্বতে ধূম আছে → পক্ষধর্মতা জ্ঞান

২। পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করলাম কারণ আমরা জানি যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানে বহ্নি যেমন রান্নাঘর

↳ ব্যাপ্তি জ্ঞান

৩। তারপর বুঝতে পারিলে : 'বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্বতে আছে' অর্থাৎ সেই ধূম পর্বতে আছে, যা বহ্নির সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ → পরামর্শ জ্ঞান (এখানে দুটি জ্ঞান রয়েছে পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যাপ্তি জ্ঞান)

পক্ষধর্মতা জ্ঞান + ব্যাপ্তির জ্ঞান = পরামর্শ

৪। এরপর আমরা বলতে পারিলে, পর্বতে বহ্নি আছে → অনুমিতি জ্ঞান

অনুমান করি

এই অনুমিতি জ্ঞান ঠিক পরামর্শ জ্ঞানের পর উৎপন্ন হচ্ছে তাই লক্ষণে বলা হয়েছে পরামর্শ জন্য: জ্ঞান: অনুমিতি।

S. Dutta

ব্যাপ্তি কাকে বলে?

১। ব্যাপ্তি হল অনুমিতির ভিত্তি। ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত অনুমিতি হয় না,
২। ব্যাপ্তি হল → যেখানে যেখানে হেতু আছে সেখানে সেখানে সাধ্য আছে।

তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে → অর্থাৎ, হেতু ও সাধ্যের সাহচর্য নিয়ম
তর্কসংগ্রহে → 'যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র অগ্নি' যথা পাকশালা.
দৃষ্টান্ত

সাহচর্য-নিয়ম হল ব্যাপ্তির লক্ষণ
সাহচর্য মানে সমানাধিকরণ অর্থাৎ একই অধিকরণে থাকা
অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে সেখানে সাধ্য থাকে।

৩। তর্কসংগ্রহে বলা হয়েছে 'সাহচর্য নিয়মই' হল
৪। 'হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব প্রতিযোগি সাধ্য সামানাধিকরণ্যম'
অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী
সাধ্য সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে

এর অর্থ হল → অত্যন্তাভাব হল যেটি অভাব চিরকাল থাকে অর্থাৎ
পূর্বে ও ছিল, বর্তমানে ও আছে ও ভবিষ্যতে ও থাকবে।
যেমন, বাতাসে রূপের অভাব
প্রতিযোগী → যার অভাবের কথা বলা হচ্ছে তাকে
প্রতিযোগী বলে
অপ্রতিযোগী → যার অভাব হয় না।

সুতরাং, এখানে বলা হচ্ছে যে এমন সাধ্য হেতুর
সঙ্গে একই অধিকরণে থাকবে যার কখন অত্যন্তাভাব
থাকে না অর্থাৎ যা অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়,
এখানে হেতু ধূমের অধিকরণে যে সাধ্যের (বহ্নির) থাকার কথা
বলা হয়েছে তা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, অপ্রতিযোগী
হয় অর্থাৎ তা হেতুর সঙ্গে একই অধিকরণে সবসময়
উপস্থিত থাকে।

—X—

S. Dutta.

Dr. Sumita Dutta

হেত্বাভাস ও তার প্রকারভেদ

হেত্বাভাস → যা প্রকৃত হেতু নয় কিন্তু হেতুর মতো আভাসিত বা প্রতীয়মান হয় তাকে হেত্বাভাস বলে।

হেত্বাভাস দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় → হেতুর দোষ বা দুষ্ট হেতু

হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার → সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ, বাধিত

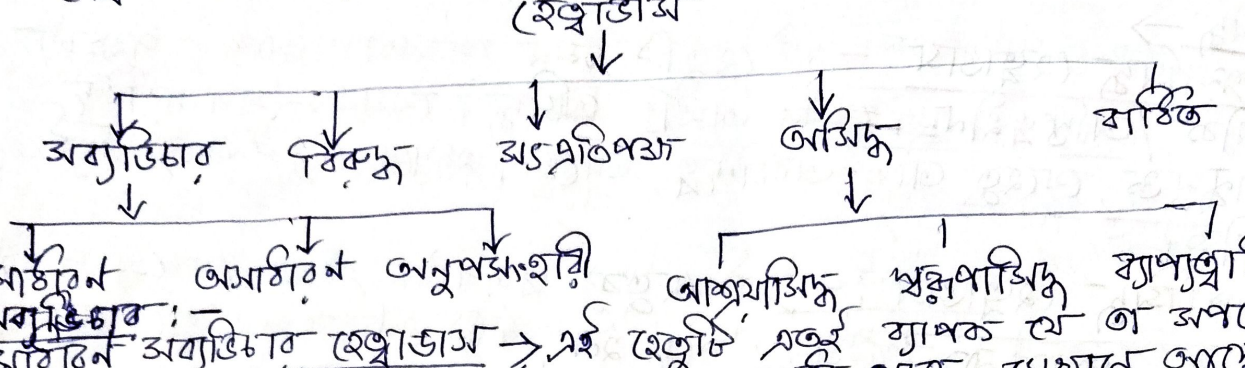

- হেত্বাভাস
  - সব্যভিচার
    - সাধারণ
    - অসাধারণ
    - অনুপসংহারী
  - বিরুদ্ধ
  - সৎপ্রতিপক্ষ
  - অসিদ্ধ
    - আশ্রয়াসিদ্ধ
    - স্বরূপাসিদ্ধ
    - ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ
  - বাধিত

(ক) সব্যভিচার :—

(i) সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস → এই হেতুটি এতই ব্যাপক যে তা সপক্ষেও থাকে ও বিপক্ষেও থাকে। অর্থাৎ যেখানে সাধ্য আছে, সেখানে আছে, আবার যেখানে সাধ্য নেই সেখানেও আছে। যেমন, 'পর্বতটি বহ্নিবিশিষ্ট, যেহেতু তাতে প্রমেয়ত্ব আছে'। প্রমেয়ত্ব রূপ হেতুটি যেখানে যেখানে সাধ্য আছে যেমন যেখানে আছে, আবার যেখানে সাধ্য বহ্নি নেই যেমন হ্রদে সেখানে প্রমেয়ত্ব আছে।

(ii) অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস → এই হেতুটি সপক্ষেও থাকে না, বিপক্ষেও থাকে না, শুধু পক্ষে থাকে। যেমন, 'শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দে শব্দত্ব আছে'। এখানে হেতু শব্দত্ব নিত্য বস্তু যেমন দেশ, কাল, আকাশ — এ নেই আবার অনিত্য বস্তু যেমন টেবিল, চেয়ার ইত্যাদিতে নেই, আছে শুধুমাত্র শব্দে (পক্ষে)।

(iii) অনুপসংহারী হেত্বাভাস → এই হেতুটির কোন অন্বয় বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, তাই হেতুটি দুষ্ট। যেমন: 'সব কিছুই অনিত্য যেহেতু সব কিছুই প্রমেয়'। এখানে যেহেতু পক্ষ হল 'সব কিছু' তাই যা দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যায়, সব পক্ষের (সব কিছুর) মধ্যে অন্তর্গত। কিন্তু নিয়মানুসারে দৃষ্টান্ত পক্ষ বহির্ভূত হতে হয়, তাই, হেতুটি দুষ্ট।

(খ) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস → এখানে হেতুটি এমন যে তা সাধ্যকে প্রমাণ না করে সাধ্যের অভাবকে প্রমাণ করে। যেমন:— 'শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিশীল'। হেতু উৎপত্তিশীল নিত্যতাকে প্রমাণ করে না, কারণ যার উৎপত্তি হয় তার বিনাশ হয় এবং তা অনিত্যতাকে প্রমাণ করে অর্থাৎ সাধ্যের অভাবকে প্রমাণ করে এবং তাই হেতুটি দুষ্ট।

(গ) সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস :– এখানে দুটি অনুমান থাকে। একটিতে হেতুটি পক্ষে যে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়, দ্বিতীয়টিতে অন্য এক হেতু সেই একই পক্ষে, সাধ্যের অভাবকে প্রমাণ করতে চায়। যেমন – শব্দ নিত্য, যেহেতু এটি শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যেমন শব্দত্ব, শব্দ অনিত্য, যেহেতু এটি কার্য, যেমন ঘট। দুটি হেতুই সমান বলশালী তা বলা হয়েছে সৎ-প্রতিপক্ষ।

(ঘ) অসিদ্ধ →

(i) আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস :– এই হেতুটি এমন যে তার আশ্রয় পক্ষটা অলীক /অস্তিত্বহীন অর্থাৎ অসিদ্ধ। যেমন :– 'গগনারবিন্দ সুগন্ধযুক্ত, যেহেতু তাতে অরবিন্দত্ব আছে'। এখানে হেতুর আশ্রয়টাই অলীক।

(ii) স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস :– এই হেতুর স্বরূপটা এমন যে সে পক্ষে থাকতে পারে না। যেমন: 'শব্দ হল একটি গুণ, কারণ তাতে চাক্ষুষত্ব আছে'। এখানে চাক্ষুষত্ব স্বরূপত: শব্দে থাকতে পারে না।

(iii) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস :– যে হেতুর ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না, তাকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে, এই হেতুটি সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিযুক্ত। যদি কোন হেতুতে উপাধি বর্তমান থাকে, তাহলে ব্যাপ্তি সিদ্ধ হতে পারে না। যেমন: পর্বতে ধূম আছে কারণ তাতে বহ্নি আছে, যেখানে বহ্নি থাকে, সেখানে ধূম তখনই থাকে যখন সেখানে আর্দ্রেন্ধন সংযোগ বর্তমান থাকে। উপাধি যুক্ত থাকায় হেতুটি দোষ দুষ্ট।

(ঙ) বাধিত হেত্বাভাস :– এই হেতুটি সাধ্য সিদ্ধির জন্য নিষ্প্রয়োজন। হেতুর দ্বারা সাধ্য সিদ্ধ হওয়ার পূর্বে, সাধ্যাভাব পূর্বেই অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন – বহ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু এটি দ্রব্য। এখানে দ্রব্যত্ব হেতুটি নিষ্প্রয়োজন। কারণ বহ্নি যে উষ্ণ তা আমরা পূর্বেই অন্য প্রমাণের দ্বারা জেনেছি তাই হেতুটি এখানে দুষ্ট।

Sumita Dutta

— X —

DR. Sumita Dutta

শাস্তিতত্ত্ব

➤ **শাস্তি প্রদানের যৌক্তিকতা** :— আমরা যেই কাজকে অপরাধ বলি যে কাজ করা অন্যায় এবং যে কাজ সমাজের বা রাষ্ট্রের নিয়মকে ভঙ্গ করে, যে ব্যক্তি এই কাজ করে তাকে আমরা অপরাধী বলি। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হয় যাতে সে বা তার শাস্তি দেখে অন্য কেউ এই অন্যায় কাজ না করে। শাস্তির মাধ্যমে আমরা অন্যায়ে প্রতিবিধান করি।

➤ **শাস্তি সম্পর্কে তিনটি মতবাদ** আছে, যেগুলি নিম্নরূপ :—

(i) **প্রতিরোধিতামূলক মতবাদ** :— অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যেই শাস্তি প্রদান করা হয়, ভবিষ্যতে যাতে এই অপরাধ না ঘটে সেইজন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। একজনকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অন্য কেউ যাতে এই অপরাধ না করে, সে দিকটিও দেখা হয়। অর্থাৎ একই রকম অপরাধীকে প্রতিরোধ করাই হল এই শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য। তাই এই মতবাদকে প্রতিরোধিতামূলক মতবাদ বলা হয়।

(ii) **সংশোধনাত্মক মতবাদ** :— এই মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে সংশোধন করে ভাল পথে বা কল্যাণের পথে নিয়ে আসাই হল শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মানুষ নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। এই পতনের জন্য সে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়, তাই তার মধ্যে যে শুভতা বা নৈতিকতা সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন, তাহলে সে নিজের সংশোধন করে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

(iii) **প্রতিশোধিতামূলক মতবাদ** :— অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ এই মতে শাস্তির মূল কথা। এই নীতির মধ্যে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে মানুষ তার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্য দায়ী। অতএব, মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একথাই বলতে হয় যে শাস্তি প্রদানের সময়, কোন পরিস্থিতিতে একজন সেই অপরাধটিকে করেছে, সেটা বিবেচনা করা উচিত। শাস্তি দেওয়া পরিবর্তে, তাকে সংশোধন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাই যথোচিত।

Sumita Dutta

— X —

Dr. Sumita Dutta

শব্দ ও অর্থ

➤ শব্দ কাকে বলে?

উঃ শব্দ হল একপ্রকার কথিত/লিখিত প্রথাসিদ্ধ/প্রবর্তিত চিহ্ন/সংকেত, যাকে অর্থের ক্ষুদ্রতম অংশ রূপে গণ্য করা হয়। আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি বাক্যের মাধ্যমে। এই বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে শব্দ পাওয়া যায় এবং শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বর্ণ পাওয়া যায়। যেমন 'রাম ভাল ছেলে'। এই বাক্যে তিনটি শব্দ আছে – 'রাম', 'ভাল', 'ছেলে'। এই শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় বর্ণ। যেমন 'রাম' শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যে বর্ণ পাওয়া যায় – 'র', 'আ', 'ম' → এই বর্ণগুলির স্বতন্ত্র অর্থ নেই। আবার একাক্ষর শব্দও আছে যেমন – 'এ', 'ঐ', 'ও' ইত্যাদি – এই বর্ণগুলির নিজস্ব অর্থ আছে। তাই বলতে হয় যে 'শব্দ হল অর্থের ক্ষুদ্রতম একক'। মানুষই বিভিন্ন শব্দ উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে তাদের অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ একটি শব্দ যে একটি বিশেষ বস্তুকে বোধিত করে তা ক্রমশ এক রীতি বা প্রথায় পরিণত হয়। আমরা সবাই সেই রীতিকে অনুসরণ করি মাত্র।

➤ শব্দ ও তার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ :–

শব্দের সঙ্গে তার অর্থবোধক বিষয়ের বা অর্থের কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, সাদৃশ্য সম্পর্ক নেই, এমনকি শব্দটি তার বোধিত বিষয়কে কোনভাবে প্রভাবিত ও করে না। 'মানুষ' শব্দটির সঙ্গে মানুষের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, কোন সাদৃশ্য নেই এবং শব্দটি মানুষকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। শব্দটি এক রীতিসিদ্ধ বা প্রথাসিদ্ধ সংকেতমাত্র। কিন্তু মানুষ এই শব্দটিকে প্রথমে এইভাবে ব্যবহার করলে, অন্যেরাও সেই রীতি গ্রহণ করেন এবং তাই সেটি একটি প্রথায় পরিণত হয়। সুতরাং, শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্বন্ধ নেহাৎই কৃত্রিম।

➤ কোন কিছু অর্থবোধক হলেই কিন্তু তা শব্দ নয়। যেমন ইশারা-ইঙ্গিতের অর্থ আছে, রক্তচক্ষু, সজলে চক্ষু ইত্যাদির ও অর্থ আছে, কিন্তু তারা শব্দ নয়। মন্দির বা বিদ্যালয়ের বা রেল স্টেশনের ঘণ্টাধ্বনির অর্থ আছে কিন্তু এই গুলি শব্দ নয়। শব্দ হল প্রথাসিদ্ধ সংকেত বা চিহ্ন।

— X —

Sumita Dutta

Dr. Sumita Dutta

Semester 6, PHIA, DSE A2 (C)

শব্দের অস্পষ্টতা

➤ শব্দের অস্পষ্টতা কাকে বলে?

উঃ যে শব্দের অর্থের মধ্যে স্পষ্টতার বা নির্দিষ্টতার অভাব আছে তাকেই বলা হয় 'অস্পষ্ট শব্দ'। যেমন — 'মধ্যবয়স্ক' শব্দটি অস্পষ্ট। কারন কোন বয়সের থেকে কোন বয়সের অবধি বোঝাচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়।

➤ অস্পষ্টতার হেতু বা কারন :— মুখ্য কারনগুলি নিম্নরূপ :—

(i) শব্দের প্রয়োগ এবং অপ্রয়োগের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভেদরেখার অভাব। 'আস্তে', 'জোরে', উষ্ণ - শীতল ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ অস্পষ্ট। যেমন — গাড়ির গতিবেগ কোন অবস্থায় থাকলে তাকে 'আস্তে' বলা হচ্ছে এবং কোন অবস্থায় জোরে বলা যাবে, তা নেহাতই আপেক্ষিক।

(ii) শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানদণ্ডের বহুমুখীতা — মানদণ্ডের বহুমুখীতা বলতে বোঝায় — এমন শব্দ যেখানে শব্দ প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী — পর্যাপ্ত ও আবশ্যিক শর্তাবলী — নেই, অথবা থাকলেও আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ শব্দের লক্ষণসূচক ধর্মগুলি জানা না থাকলে শব্দ প্রয়োগের মানদণ্ড বহুমুখী হয়। এমন কোন শব্দকে কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে অথবা যাবে না — সেই বিষয়ে সংশয় থাকে বলে শব্দটি অস্পষ্ট হয় হয়। যেমন 'খেলা' শব্দটি অস্পষ্ট। বিভিন্ন খেলার মধ্যে কোন সাধারন বৈশিষ্ট্য নেই। তাদের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্য আছে।

(iii) ভাষার গঠনমুক্তি বৈশিষ্ট্য —: শব্দের কিছু বিশেষ বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে, যাদের উপর শব্দের প্রয়োগ নির্ভর করে। শব্দের যেটা আবশ্যিক ধর্ম, তা না থাকলে সেই শব্দটি সেই বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। এই নিয়মটি বলা হয় 'গঠনমুক্তি বৈশিষ্ট্য'।

Sumita Dutta

— X —